



348830 - □□□□□□যে ব্যক্তি নিজের পতিমাতার অবাধ্য হওয়া ও তাঁদের বদদোয়ার কারণে পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে তার কাহিন্দোয়ত পাওয়া সম্ভব?

প্রশ্ন

আমরা কিস্তানরে উপর পতিমাতার বদদোয়াকে প্রতহিত করতে পারব? এক যুবক মসজিদে নামায আদায়ে নয়িমতি ছিল; এমনকি ফজরে নামাযও। নয়িমতি কুরআন তলোওয়াতকারী ছিল। আল্লাহর ইচ্ছায় সে তার পতিমাতাকে রাগান্বতি করল। তখন তারা তাকে লানত দিয়ে বদদোয়া করলনে যে, তার উপর আল্লাহর লানত। এরপর যুবকটি পথভ্রষ্ট হয়ে গলে। এমনকি নামায ছড়ে দলি। আল্লাহর যকিরি পছন্দ করে না। এভাবে তার পতিকে আবারও রাগাল। তিনি তার উপর দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বার, চতুর্থবার, পঞ্চমবার লানত দিয়ে বদদোয়া করলনে। যদিও পতির উদ্দেশ্য বদদোয়া করা নয়। কনিতু তীব্র রাগ থেকে তিনি লানত দিয়ে দোয়া করছেন। কারণ পতি এইভাবে দোয়া করতে অভ্যস্ত। আমরা কিকোন নকে আমলরে মাধ্যমে এই দোয়াকে প্রতহিত করতে পারব? উল্লেখ্য, এই যুবকটি পূর্ণ চরিত্ররে যুবকদরে মধ্য অন্তম ছিল। এখন এমন হয়েছে যে, তার মধ্যে ভালো কিছু নহে। এমনকি তার ব্যাপারে কুফররে আশংকা হচ্ছে। কেননা এখন ইসলামরে নাম গন্ধও তার মাঝে নহে।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

যতদনি মানুষরে হায়াত আছে ততদনি তাওবার দরজা উন্মুক্ত; যতক্ষণ পর্যন্ত না পশ্চিমি দকি থেকে সূর্যদোয় হয়।

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণতি তিনি বলনে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলনে: “যে ব্যক্তি পশ্চিমি দকি থেকে সূর্যদোয়রে পূর্বে তাওবা করবে আল্লাহ তার তাওবা কবুল করবনে।” [সহি মুসলিম (২৭০৩)]

ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণতি আছে তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করনে যে, তিনি বলনে: “নশ্চয় আল্লাহ ততক্ষণ পর্যন্ত বান্দার তাওবা কবুল করনে যতক্ষণ পর্যন্ত না মৃত্যুর গড়গড় শব্দ শুরু না হয়” [সুনাতে তরিমযি (৩৫৩৭)]

আল্লাহ তাআলা সকল প্রকার গুনাহ থেকে তাওবা কবুল করনে।

আল্লাহ তাআলা বলনে: “তিনি বলনে: বলুন, হে আমার বান্দাগণ! তোমরা যারা নিজদেরে প্রতি অবচার করে আল্লাহর



অনুগ্রহ হতে নরাশ হয়ো না; নশ্চয় আল্লাহ্ সমস্ত গনোহ ক্ৰমা করে দবনে। নশ্চয় তনি ক্ৰমাশীল ও পরম দয়ালু। [সূরা যুমার, আয়াত: ৫৩]

আবু মুসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করে য়ে, তনি বলনে: “নশ্চয় আল্লাহ্ রাতরে বলো তাঁর হাতকে প্রসারতি করে দনে যাতে করে দনিরে বলোয় গুনাহকারীর তাওবা কবুল করতে পারনে এবং দনিরে বলো তাঁর হাতকে প্রসারতি করে দনে যাতে করে রাতরে বলোয় গুনাহকারীর তাওবা কবুল করতে পারনে। [সহহি মুসলমি (২৭৫৯)]

তাই কোন বান্দার তাওবার ব্যাপারে নরাশ হওয়া জায়যে নয়। যমেনটি আল্লাহ্ তাআলা বলছেন: “নশ্চয় কাফরেরো ব্যতীত আল্লাহ্ রহমত থেকে কটে নরাশ হয় না। [সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৮৭] তনি আরও বলনে: “তনি বলনে: পথভ্রষ্টরা ব্যতীত কটে তার প্রভুর অনুগ্রহ থেকে নরাশ হয় না। [সূরা হজির, আয়াত: ৫৬]

তাই আল্লাহ্ রহমত থেকে নরাশ হওয়া কবরি গুনাহর অন্তর্ভুক্ত।

ফাযালা বনি উবাইদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে তনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করে য়ে, তনি বলনে: “তনি ব্যক্তি সম্প্রক জিজ্ঞাসে করো না: য়ে ব্যক্তি আল্লাহ্ চাদর নিয়ে টানাটানি করে; কেননা আল্লাহ্ চাদর হচ্চে তাঁর অহংকার এবং তাঁর লুঙগি হচ্চে তাঁর মহত্ব। আর য়ে ব্যক্তি আল্লাহ্ নরিদশেরে ব্যাপারে সন্দহে পোষণ করে। আর হচ্চে আল্লাহ্ রহমত থেকে নরাশ হওয়া। [মুসনাদে আহমাদ (৩৯/৩৬৮), মুসনাদরে মুহাক্কিকিগণ হাদসিটকি সহহি বলছেন। আলবানী ‘সলিসলিাতুল আহাদছিস সাহহি’ গ্রন্থে (২/৮১) হাদসিটকি সহহি বলছেন]

ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলনে: সর্বোধকি বড় কবরি গুনাহ হলো: “আল্লাহ্ সাথে শরিক করা। আল্লাহ্ পাকড়াও থেকে নজিকে নরাপদ ভাবা, আল্লাহ্ রহমত থেকে হতাশ হওয়া এবং তাঁর দয়া থেকে নরাশ হওয়া। [আল-মুজামুল কাবীর (৯/১৭১), আলবানী ‘সলিসলিাতুল আহাদছিস সাহহি’ গ্রন্থে (৫/৭৯) হাদসিটকি সহহি বলছেন]

তাই আপনাদেরে জন্য ভালো হয় এই ব্যক্তিকে তাওবার দকি আহ্বান করা, তাকে নসহিত করার সর্বোচ্চ চেষ্টা করা এবং দোয়ার মাধ্যমে তার প্রতি অনুগ্রহ করা।

আল্লাহ্ তাআলা বলনে: “আর তোমাদেরে রব বলছেন, তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদেরে ডাকে সাড়া দবি। [সূরা গাফরি, আয়াত: ৬০] তনি আরও বলনে: “তোমরা আল্লাহ্ কাছে তাঁর অনুগ্রহ প্রার্থনা কর। নশ্চয় আল্লাহ্ সর্ববশিয়ে জ্ঞানী। [সূরা নসি, আয়াত: ৩২]

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বদদোয়ার কারণে কোন বান্দার উপর পথভ্রষ্টতা নরিধারণ করনে (তাকদীর করনে), আবার দোয়ার কারণে সেই তাকদীর উঠিয়ে নে।



এই যুবকরের পাশে যবে ব্যক্তিরিয়ছে তর কর্তব্য হলো: কামলতা দয়িে তাকে হদোয়তেরে দকিে ফরিে আসার আহ্বান করা । তাকে নসহিত করার জন্য যথোপযুক্ত উপকরণগুলো তালার করা; যমেন- উত্তম কথা, নকে সঙ্গিয়ারা তাকে ভালো কাজে সহযোগিতা করবে এবং ভালো কাজরে কথা স্মরণ করয়িে দবিে, কুরআনে কারীমরে কছি আয়াতরে তলোওয়াত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে এমন কছি হাদসি যা তাকে আল্লাহর দকিে ফরিে আসার ও তাওবা করার প্রতিপ্রেরণা জাগাবে।

এরপর তার পতিমাতাকেও উপদশে দয়ো। এই ব্যাপারে সাবধান করা যবে, শরয়িত যবে কোন মুম্নিকে লানত করার ব্যাপারে নষিধে করছে। কোন মুম্নি লানতকারী হবনে না। অপবাদ আরোপকারী হবনে না। কোন মুম্নিকে লানত করা তাকে হত্যা করার তুল্য; যমেনটিনিবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সহহি সনদে সাব্যস্ত হয়ছে।

যহেতু কোন মুম্নি গুনাহগার হওয়া সত্বেও তাকে লানত করা কবরি গুনাহ তাই সুনর্দিষ্টভাবে কোন মুম্নিকে লানত করা বধিে নয়। সুতরাং সেই সুনর্দিষ্ট ব্যক্তটি যদি লানতকারীর সন্তান হয় তাহলে বষিয়টিকত গুরুতর হতে পারে?!

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।